স্বর্গীয় সতীশচন্দ্র সরকার মহাশয়ের প্রতিষ্ঠিত

হ্যানিম্যান হল

মুর্শিদাবাদ জেলার আদি ও শ্রেষ্ঠতম
হোমিও প্রতিষ্ঠান

হোমিওপ্যাথিক ও বায়োকেমিক ঔষধ কলিকাতার দরে বিক্রয় হয়। পাইকারী গ্রাহকদের বিশেষ সুযোগ ও সুবিধা দেওয়া হয় আমরা যত্নের সহিত ভি. পি. যোগে মফঃস্বলে ঔষধ সরবরাহ করি।

হোমিও পেটেন্ট "আইওলিন"
চক্ষু ওঠায় ফল সুনিশ্চিত।

হ্যানিম্যান হল, খাগড়া, মুর্শিদাবাদ

বিঃ দ্রঃ—কোন ব্রাঞ্চ নাই।

Registered
No. C. 853

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

বহরমপুর এক্সরে ক্লিনিক

জল গম্বুজের নিকট

পোঃ বহরমপুর ঃ মুর্শিদাবাদ

জেলার প্রথম বেসরকারী প্রচেষ্টা

★ বিশেষ যত্ন সহকারে রোগিদের এক্সরের সাহায্যে রোগ পরীক্ষা করিয়া ব্যবস্থা করা হয়।

★ যথা সত্বর কাজ করা আমাদের বিশেষত্ব।

★ কলিকাতার মত এক্সরে করা হয়।

★ দিবারাত্রি খোলা থাকে।

জেলাবাসীর সহানুভূতি ও সহযোগিতা প্রার্থনীয়।

৫১শ বর্ষ | রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ—২৭শে জ্যৈষ্ঠ বুধবার, ১৩৭১ ইংরাজী 10th June. 1964 | ৪র্থ সংখ্যা

আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধ ও তৈলাদির নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান

ব্রজশশী আয়ুর্ব্বেদ ভবন

কবিরাজ শ্রীরোহিণীকুমার রায়, বি-এ, কবিরত্ন, বৈদ্যশেখর

রঘুনাথগঞ্জ — মুর্শিদাবাদ

রান্নায় আনন্দ

এই কেরোসিন কুকারটির অভিনব রন্ধনের ভীতি দূর করে রন্ধন-প্রীতি এনে দিয়েছে।

রান্নার সময়েও আপনি বিশ্রামের সুযোগ পাবেন। কয়লা ভেঙে উনুন ধরাবার পরিশ্রম নেই, অস্বাস্থ্যকর ধোঁয়া না থাকায় ঘরে ঘরে ঝুলও জমবে না।

জটিলতাহীন এই কুকারটির সহজ ব্যবহার প্রণালী আপনাকে তৃপ্তি দেবে।

- ধুলা, ধোঁয়া বা ঝঞ্ঝাটহীন।
- অল্পমূল্য ও সম্পূর্ণ নিরাপদ।
- যে কোনো অংশ সহজলভ্য।

খাস জনতা

কেরোসিন কুকার

ওরিয়েন্টাল মেটাল ইণ্ডাষ্ট্রীজ প্রাইভেট লিঃ
১১, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২

সবচেয়ে সুবিধায় বই কিনতে হ'লে
জনপ্রিয় প্রতিষ্ঠান **ষ্টুডেণ্টস্-ফেভারিট**-এ আসুন।

আমাদের বিশেষত্ব ঃ— রঘুনাথগঞ্জ (বাস ষ্ট্যাণ্ড)

* এক সঙ্গে সেট বই সরবরাহ করা
* শিক্ষক ও ছাত্র-ছাত্রীদের নানাবিধ সুবিধা দেওয়া
* ছাত্র-ছাত্রীদের উপযুক্ত পাঠ্য ও অর্থপুস্তক নির্ব্বাচনে সহায়তা করা
* আমাদের সততায় সকলের সহানুভূতি লাভ করা।

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ।

জঙ্গিপুর সংবাদ

২৭শে জ্যৈষ্ঠ বুধবার সন ১৩৭১ সাল।

আইনের ধারা ও নয়নের ধারা

—০—

রাজ্যে সুশাসন প্রচলন জন্য যে সকল নিয়ম প্রণয়ন করা হয়, তাহার নাম আইন; আর সেই আইনের অন্তর্গত এক একটি বিধিকে আইনের ধারা (সেক্সন) বলে।

রাজদ্বারে কোন প্রতিকারপ্রার্থী আবেদন করিলে, বিচারক তাহার বিচারকার্য্য আইনের ধারার বিধান অনুসারে করিয়া থাকেন। যে সমস্ত দীন ব্যক্তির রাজদ্বারে উপস্থিত হইয়া, অভিযোগ জ্ঞাপন করিবার শক্তি না থাকে বা রাজদ্বারে সুবিচার প্রাপ্ত না হয়, তাহারা দীনবন্ধু ভগবানের দরবারে সজল চক্ষে কাতরভাবে অভিযোগ জ্ঞাপন করে। রাজদ্বারের শুল্কভোগী বিচারক প্রমাণ প্রয়োগ গ্রহণ করিয়া, আইনের ধারা অনুসারে বিচার করিয়া থাকেন। দীন ব্যক্তির বিচারক দীনবন্ধুকে সাক্ষ্য প্রমাণ কিছুই লইতে হয় না, তিনি স্বয়ং দীনের নয়ন-ধারা দেখিয়া বিচার করিয়া থাকেন। রাজদ্বারের বিচারকের রায়ের বিরুদ্ধে উচ্চতর বিচারালয়ে আপীলের ব্যবস্থা আছে। দীনবন্ধু ভগবানের বিচারের বিরুদ্ধে আপীল নাই। মানুষ বিচারক তাঁহার বিচারে ভুল করিয়া কোনও অপরাধীকে অব্যাহতি দিলেও অপরাধীর ভগবানের সুবিচারে একদিন দণ্ড পাইতে হইবেই।

স্বাধীন ভারতের নিয়ামকগণ অস্পৃশ্যতা দূরীকরণ জন্য আইন প্রণয়ন করিয়াছেন। মানুষ মানুষকে স্পর্শ করিবে না—এই ব্যবহার যতই শাস্ত্র-সম্মত হউক না কেন, প্রকাশ্যে একজনকে এত তুচ্ছ বা অবহেলা করা যে নিষ্ঠুর পদ্ধতি, তাহাতে সন্দেহ নাই। আইনের গুঁতোর চোটে অস্পৃশ্যকে স্পৃশ্য করা হইতেছে, কিন্তু গরজের গুঁতোও আইনের গুঁতোর চেয়ে কোন দিনই কম নয়। জন্ম হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত গরজও বড় কম আসে না। আমাদের এতদঞ্চলে আঁতুরে ধাত্রীর কাজ করে রবিদাস (মুচি) জাতীয়া ধাইমায়েরা। সাধারণতঃ পুরুষ অপেক্ষা মেয়েদেরই ছুঁচিবাই বেশী। প্রসব বেদনার মত বেদনায় মায়েরা যখন অস্থির, তখন তাঁর আত্মীয়ারা এই ছুঁচিবাই-এর জন্যই কেহ তাঁহাকে স্পর্শ করে না। এই অসহ্য বেদনার সময়, তাঁহার সহজ অবস্থার অস্পৃশ্যা মুচি-বউ তাঁহার সকল কষ্টের লাঘব করিয়া, তাঁহার নবজীবন দান করেন, বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। এই ধাই-মা মুচি-বউ পা' দিয়ে গর্ভিণীর কোমর দাবিয়া দেন। তাঁকে ছুঁয়ে খাবার খেতে হয়। এই নীচ জাতীয়া রমণী ভিন্ন গত্যন্তর নাই। তারপর যখন আঁতুর হইতে বাহির হইয়া, ক্ষৌরী হইয়া, গঙ্গা স্নান করিয়া, খোকাকে কোলে লইয়া আত্মীয়াদের সমপর্য্যায়ভুক্তা হন, তখন ধাই-মা বাড়ী আসিলে, এই খোকার মা তাকে বলে—দেখ ধাই-মা, তোমার পিছন দিকে ঝাঁটা গাছটা আছে, যেন ছোঁয়া যায় না। ধাই-মা সন্তর্পণে নিজের আঁচল গুটাইয়া সরিয়া বসেন। ধাই-মা কাজের বেলায় স্পৃশ্যা, কাজ ফুরালেই অস্পৃশ্যা। ধাই-মা নীরবে সইলেন, তাঁর নয়নের ধারা শ্রীভগবান দেখিলেন কি না তা তিনিই জানেন। ধাই-মা বাবুদের ছেলের নাম শুনিয়া নিজের ছেলেয় নাম রাখিলেন দেবদাস। বাবু নিজের ছেলেকে ডাকেন দেবু বলে, আর ধাই-মার ছেলেকে বলেন—দেবা চামার। আজ যাঁরা আইনের সুবিধা হাতে ক'রে কোনও মতলব নিয়ে অস্পৃশ্যদের মুরুব্বি সাজিয়াছেন—তাঁহারা যদি কখনও অটলা হাড়ী, পেমা ডোম, বিন্দে চামার বলিয়া থাকেন, দশের সামনে প্রকাশ্যভাবে ক্ষমা চান।

ভট্টচায্যি মশায়, পুষ্পচয়ন করিয়া সাজি হস্তে পথে বক্কা হাড়ীর ছেলে গোপলাকে ছোঁয়া যেতেই ফুলগুলি সব ফেলে দিলেন। দুর্গাপূজার সময় এই শুদ্ধাচারী ভটচায্যি মশায় বলেন—বাবা বঙ্কু! বড় দীঘি হ'তে পদ্মফুল কটা তুলে আনো বাবা, মায়ের চরণে অঞ্জলি দিব। বঙ্কু ফুল এনে দিল, কিন্তু মনে মনে এটা বেশ বুঝলো—বড় দীঘির কুমীরের খাতিরেই আজ বক্কা হাড়ী বঙ্কু হলো, মায়ের পূজার ফুলও ছুঁতে পেলো।

টেক্সটাইল লাইসেন্স রিনিউ

আগামী ১৫ই জুন হইতে ৩১শে জুলাই, ১৯৬৪ পর্য্যন্ত জঙ্গিপুর মহকুমার (বস্ত্র ব্যবসায়ী ও ফেরিওয়ালাদের) টেক্সটাইল লাইসেন্স রিনিউ হইবে। বস্ত্র ব্যবসায়ীদের ২০ টাকার ও ফেরিওয়ালাদের ৫ টাকার নন-জুডিসিয়াল ষ্ট্যাম্প লাগিবে। বস্ত্র-ব্যবসায়ীদের ইনকমট্যাক্স ও সেলট্যাক্স ক্লিয়ারেন্স সার্টিফিকেট দাখিল করিতে হইবে। মিউনিসিপ্যাল এলাকার ব্যবসায়ীদের ট্রেড লাইসেন্স ও বর্ত্তমানে দেওয়া ট্রেড ট্যাক্সের রসিদ দাখিল করিতে হইবে। ডাকযোগে প্রেরিত দরখাস্ত গৃহীত হইবে না। জঙ্গিপুর মহকুমা কন্‌ট্রোলার অফিসে বিনামূল্যে দরখাস্ত ফরম পাওয়া যাইবে ও জ্ঞাতব্য বিষয় জানা যাইবে।

রঘুনাথগঞ্জ থানা—স্থান মহকুমা কন্‌ট্রোলার অফিস, জঙ্গিপুর। ১৫ই জুন হইতে ২রা জুলাই।

সাগরদীঘি থানা—স্থান খাদ্য ও সরবরাহ বিভাগের ইন্সপেক্টরের অফিস, সাগরদীঘি। ৭ই হইতে ৯ই জুলাই।

সমসেরগঞ্জ থানা—স্থান খাদ্য ও সরবরাহ বিভাগের ইন্সপেক্টরের অফিস, ধুলিয়ান। ১১ই হইতে ১৫ই জুলাই।

সুতী থানা—স্থান খাদ্য ও সরবরাহ বিভাগের ইন্সপেক্টরের অফিস, অরঙ্গাবাদ। ১৮ই হইতে ২১শে জুলাই।

ফরক্কা থানা—স্থান খাদ্য ও সরবরাহ বিভাগের ইন্সপেক্টরের অফিস, ধুলিয়ান। ২৪শে হইতে ২৮শে জুলাই।

* নির্দ্ধারিত তারিখে যাঁহারা দরখাস্ত দাখিল করিতে অপারগ হইবেন তাঁহাদের দরখাস্ত আগামী ২৯শে জুলাই হইতে ৩১শে জুলাই পর্য্যন্ত মহকুমা কন্‌ট্রোলার অফিসে গৃহীত হইবে।

শ্রীমাতৃচক্রের বার্ষিক সভা

গত ৭ই জুন রবিবার বৈকাল ৫ ঘটিকায় রঘুনাথগঞ্জ ম্যাকেঞ্জি পার্ক ময়দানে 'শ্রীমাতৃচক্রের' ১১শ বার্ষিকী সভা অনুষ্ঠিত হইয়াছে। রঘুনাথগঞ্জের ডাঃ শ্রীগৌরীপতি চট্টোপাধ্যায় মহাশয় সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করেন। সভায় বহুলোক ও বালকবালিকা যোগদান করিয়া সভার সৌষ্ঠব বর্দ্ধন করেন।

চিতা ভস্ম বিসর্জ্জন

৮ই জুন সোমবার সকাল পৌনে নয়টায় এলাহাবাদ ত্রিবেণী সঙ্গমের পুণ্য সলিলে ভারতের প্রধান মন্ত্রী জওহরলালজীর অস্থি ও চিতা ভস্ম তাঁহার দুই দৌহিত্র রাজীব ও সঞ্জয় বিসর্জ্জন করেন। দুর্গ হইতে তোপধ্বনি, বিমান হইতে পুষ্পবৃষ্টি হয়। লক্ষ লক্ষ মানবের কণ্ঠে "নেহরু অমর রহে," নেহরুজী জিন্দাবাদ" ধ্বনি বাহির হয়।

১০ই জুন বুধবার সকাল ৯ ঘটিকায় ব্যারাকপুর গান্ধীঘাটে ভাগীরথীর পুণ্য সলিলে বাংলার রাজ্যপাল ও প্রধান মন্ত্রী চিতা ভস্ম বিসর্জ্জন দিয়াছেন। অসংখ্য নরনারী এই অনুষ্ঠান দেখিবার জন্য সমবেত হইয়াছিলেন।

শোক বিহ্বল নারীর মৃত্যু

রাজকোট, ১লা জুন—এখানে প্রাপ্ত এক সংবাদে প্রকাশ, শ্রীনেহেরুর আকস্মিক মৃত্যু সংবাদ শুনিবার পর কচ্ছের এক পল্লীর ২৪ বৎসর বয়স্কা শোক বিহ্বল জনৈকা নারী মারা গিয়াছে। কচ্ছের মাণ্ডবী তালুকের নানাভাদিয়া গ্রামের ঐ নারী নেহেরু ভক্ত ছিল। ঐ গ্রামে এক শোকসভায় সে হঠাৎ সংজ্ঞা হারাইয়া মারা যায়। ১৯৬২ সালে সাধারণ নির্বাচনের প্রাক্কালে অসুস্থ শরীর লইয়াও ঐ নারী জেলার সদর ভুজে এক জনসভায় শ্রীনেহরুর বক্তৃতা শুনিতে গিয়াছিল।

পরলোকগমন

গত ২৪শে জ্যৈষ্ঠ রবিবার সন্ধ্যায় জঙ্গিপুরের খ্যাতনামা শিক্ষাব্রতী তারাপদ দাস মহাশয় ৭০ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করিয়াছেন। তিনি বহরমপুর কৃষ্ণনাথ কলেজে ইংরাজী ভাষার অধ্যাপকের পদে বহুদিন অধ্যাপনা করিয়াছেন। তিনি কর্ম্মঠ ও পরিশ্রমী ব্যক্তি ছিলেন। তিনি বিধবা স্ত্রী, চারি পুত্র, চারি কন্যা ও বহু আত্মীয়-স্বজন রাখিয়া গিয়াছেন। আমরা তাঁহার শোক-সন্তপ্ত পরিজনবর্গের শোকে সমবেদনা প্রকাশ করিয়া পরলোকগত আত্মার শান্তি কামনা করিতেছি।

---

৪০ হাজার শোকবার্ত্তা

নয়াদিল্লি ১লা জুন—শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর কাছে চল্লিশ হাজারের বেশী শোকবার্ত্তা আসিয়াছে। দেশ-বিদেশের অজস্র সাধারণ মানুষ 'শোকাতুরা কন্যা' ইন্দিরার প্রতি সহানুভূতি ও সমবেদনা জানাইতে চাহিয়াছেন। ঠিকানার গোলমাল অনেক বার্ত্তাতেই আছে। তবু সেগুলি পৌছিয়াছে ঠিক। নমুনা ইন্দিরা গান্ধী, নেহেরু হাউস, ইণ্ডিয়া। সঞ্জয়, ইণ্ডিয়া।

আমেরিকা সফরে ভারতীয় সাংবাদিকবর্গ

শিকাগো : আমেরিকান ব্রডকাষ্টিং কোম্পানীর আমন্ত্রণে পাঁচজন ভারতীয় সাংবাদিক পিওরিয়াতে এক টেলিভিশন সাক্ষাৎকারে উপস্থিত হন এবং আমেরিকা সম্বন্ধে তাঁহাদের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেন। ইহারা মার্কিন সরকারের আমন্ত্রণে বর্ত্তমানে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র ভ্রমণ করিতেছেন। এই সাক্ষাৎকারের কয়েকদিন পূর্ব্বে তাঁহারা কয়েকটি কৃষক পরিবারের সহিত অবস্থান করিয়া আমেরিকার গ্রাম্য জীবন সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেন। এই সাংবাদিকমণ্ডলীতে আছেন সর্ব্বশ্রী কুমুদবিহারী মিত্র, মনকুমার সেন, দ্বিজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, পি, এস, নারায়ণ এবং কে, এস, রামস্বামী।

দণ্ডকারণ্য

দণ্ডকারণ্যে যে নূতন উদ্বাস্তু পাঠানো হইতেছে তাহাদের কেহ কেহ বাংলায় ফিরিয়া আসিতেছে। দণ্ডকারণ্য পলিটিক্সের অবসান এতদিনে হইয়াছে। খান্না এমন বাধা সৃষ্টি করিতেছিলেন যে দণ্ডকারণ্য স্কীমে বাঙ্গালীর প্রবেশ প্রায় বন্ধ হইয়া আসিতেছিল। ফ্রেচার বিতাড়ন খান্নার কদর্য্যতম কুকীর্ত্তি। তাঁহার দক্ষিণ হস্ত জনসনও অপসারিত হইয়াছেন। মহাবীর ত্যাগী, শৈবাল গুপ্ত এবং আয়েঙ্গার বোধ-হয় একত্র টীমওয়ার্ক করিতে পারিবেন। দণ্ডকারণ্যের অসুবিধা অনেক আছে কিন্তু তৎসত্ত্বেও সেখানে বাঙ্গালী বসতি একান্ত কাম্য। দণ্ডকারণ্যে বাঙ্গালী উদ্বাস্তু বসতি সফল হইলে সঙ্কীর্ণ পশ্চিমবঙ্গ হইতে বাঙ্গালীর পক্ষে নিজস্ব পরিবেশে গিয়া বসতি স্থাপনের একটা উপায় হইবে। এবারকার উদ্বাস্তু আগমনে সমস্ত প্রদেশ এবং কেন্দ্রীয় সরকারের সহানুভূতি পাওয়া গিয়াছে। উহার অমর্য্যাদা না হইলে এবং পরিকল্পিত উপায়ে পুনর্ব্বসতি চলিতে থাকিলে এবার সত্যই বাঙ্গালী উদ্বাস্তু সমস্যার স্থায়ী এবং সুষ্ঠু সমাধান সম্ভব হইবে। পূর্ব্ববঙ্গের বাঙ্গালী যে হারে আসিতেছে, চার লাখ এখনই পৌছিয়াছে, তাহাতে বোঝা যায় অবশিষ্ট ৮৮ লাখ গ্রহণের জন্য এখনই পরিকল্পনা প্রস্তুত রাখিতে হইবে। 'যুগবাণী'

মধ্যশিক্ষা পর্ষত

এবারকার স্কুল ফাইনাল পরীক্ষার উত্তরপত্র এবং মার্কশীট যে ভাবে পথে ঘাটে দোকানে গড়াগড়ি যাইতে সুরু করিয়াছে তাহা নিশ্চয়ই মধ্যশিক্ষা পর্ষতের অসামান্য দক্ষতা ও কৃতিত্বের পরিচায়ক। কিন্তু লক্ষ লক্ষ অভিভাবক এমন কীর্ত্তিমানদের হাতে সন্তানসন্ততিদের ভাগ্য ছাড়িয়া রাখিতে শঙ্কা বোধ করিবেন এই যা অসুবিধা। মধ্যশিক্ষা পর্ষতের জন্মাবধি নানা দিকে উহার কৃতিত্ব প্রকাশ পাইয়াছে এবং প্রমাণ হইয়াছে যে অযোগ্য পরিচালক এবং অসন্তুষ্ট কর্ম্মী নিয়া এত বৃহৎ প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করা যায় না। পশ্চিমবঙ্গ বিধান সভায় নরেশনাথ মুখোপাধ্যায় বলিয়াছিলেন যে বর্ত্তমান অতিকায় পর্ষত ভাঙ্গিয়া দিয়া কয়েকটি ক্ষুদ্রাকার পর্ষত গঠন করা উচিত। আমরা বলিব —হয় দুই তিনটি জেলা লইয়া ছোট ছোট পর্ষত গঠিত হউক, নচেৎ স্কুল ফাইনালের দায়িত্ব পূর্ব্বের ম্যাট্রিকুলেশনের ন্যায় কলিকাতা, যাদবপুর, বিশ্বভারতী, বর্দ্ধমান, কল্যাণী এবং উত্তরবঙ্গ বিশ্ব-বিদ্যালয়ের হাতে অর্পণ করা হউক। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় অনেক বেশী দক্ষতার সহিত সুদীর্ঘ-কাল স্কুল পরিচালনা করিয়াছেন এবং সরকারী আক্রমণ হইতে স্কুলসমূহকে রক্ষা করিয়াছেন। মধ্যশিক্ষা পর্ষত সংশোধনের বাহিরে চলিয়া গিয়াছে। উহা ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া নূতন ব্যবস্থা অবিলম্বে গ্রহণ করা বাঞ্ছনীয়। 'যুগবাণী'

বিশ্বস্ততার প্রতীক

গত আশী বছর ধরে জবাকুসুম কেশ তৈল প্রস্তুতকারক হিসাবে সি, কে, সেনের নাম সবাই জানেন তাই খাটী আমলা তেল কিনতে হলে সি, কে, সেনের আমলা তেল কিনতে ভুলবেন না। সি, কে, সেনের আমলা তেল কেশবর্দ্ধক ও স্নায়ু স্নিগ্ধকর

সি, কে, সেনের

আমলা কেশ

সি, কে, সেন এণ্ড কোং প্রাইভেট লিঃ
জবাকুসুম হাউস, কলিকাতা-১২

সারিবাদ্যাসব

এর প্রতি ফোঁটাই আপনার রক্তের বিশুদ্ধতা আনবে এবং দেহে নূতন শক্তি ও উৎসাহের সঞ্চার করবে।

ঢাকা আয়ুর্ব্বেদীয় ফার্ম্মেসী লিঃ ও সাধনা ঔষধালয়ের প্রস্তুত

যাবতীয় কবিরাজী ঔষধ কোম্পানীর দামে আমাদের এখানে পাবেন।

এজেন্ট—**শ্রীননীগোপাল সেন,** কবিরাজ

অন্নপূর্ণা ফার্ম্মেসী। রঘুনাথগঞ্জ (সদরঘাট)

রঘুনাথগঞ্জ পণ্ডিত-প্রেসে—শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত কর্ত্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

প্রাথমিক, মধ্য, উচ্চ এবং বহুমুখী বিদ্যালয়ের যাবতীয় ফরম, রেজিষ্টার, গ্লোব, ম্যাপ, ব্লাকবোর্ড এবং **বিজ্ঞান সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি** ইত্যাদি ও অঞ্চল পঞ্চায়েৎ, গ্রাম পঞ্চায়েৎ, ইউনিয়ন বোর্ড, বেঞ্চ, কোর্ট, দাতব্য চিকিৎসালয়, কো-অপারেটিভ রুরাল সোসাইটী, ব্যাঙ্কের যাবতীয় ফরম ও রেজিষ্টার ইত্যাদি

সর্বদা সুলভ মূল্যে বিক্রয় হয়

রবার ষ্ট্যাম্প অর্ডারমত যথাসময়ে ডেলিভারী দেওয়া হয়

আর্ট ইউনিয়ন

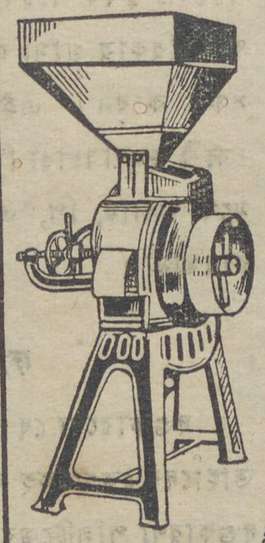

সিটি সেলস অফিস	সেলস অফিস ও শোরুম
৮০/৩, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলি-১	৮০।১৫, গ্রে ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬
টেলি: 'আর্ট ইউনিয়ন' কলি:	ফোন: ৫৫-৪৩৬৬

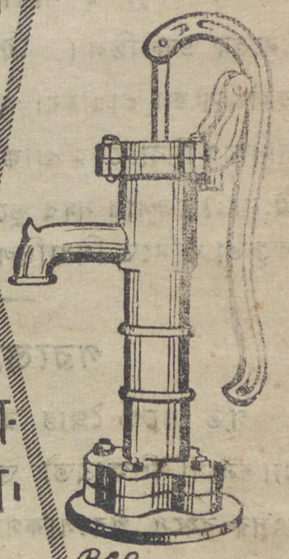

★আই, সি, আই পেইন্ট
★মেদিনীপুরের ভাল মাদুর
★যাবতীয় ঘানি, হলার ও ধান কলের পার্টস্
★ইমারতের যাবতীয় সরঞ্জাম।

বিক্রেতা:—

কুণ্ডু হার্ডওয়ার ষ্টোর
খাগড়া মুর্শিদাবাদ

জঙ্গিপুর সংবাদ সাপ্তাহিক সংবাদপত্র।

বার্ষিক মূল্য ২'২৫ নঃ পঃ অগ্রিম দেয়, নগদ মূল্য ০৬ নঃ পঃ।

বিজ্ঞাপনের হার—প্রতিবার প্রতি লাইন ৫০ নঃ পঃ। দুই টাকার কমে কোন বিজ্ঞাপন ছাপান হয় না। স্থায়ী বিজ্ঞাপনের জন্য পত্র লিখুন। ইংরাজী বিজ্ঞাপনের দর বাংলার দ্বিগুণ।

শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত, পোঃ রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ)